ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহ
(Traditional Social Welfare Institutions)

ইউনিট 5

ভূমিকা

সমাজকল্যাণের ধারণা প্রাচীন। মানবসভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই এর উৎপত্তি। ধর্মীয় অনুভূতি ও মানবতাবোধ থেকেই সমাজকল্যাণের যাত্রা শুরু হয়। মূলত ধর্মীয় অনুশাসন ও মানুষকে সাহায্য করার অনুপ্রেরণা থেকেই সনাতন সমাজকল্যাণের ধারণা গড়ে ওঠে। আর মানবকল্যাণে এ ধরনের কাজের ধারা থেকেই ঐহিত্যগত সমাজকল্যাণের উৎপত্তি। সমাজকল্যাণ বলতে প্রাক-শিল্পযুগের সমাজকল্যাণকে বোঝায়। সে যুগের বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত সমাজসেবাই ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ নামে পরিচিত। দুঃস্থ ও আর্তমানবতায় ঐহিত্যগত সমাজকল্যাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে দানশীলতা, সদকা, যাকাত, ধর্মগোলা, সরাইখানা, দেবোত্তর প্রথা, বায়তুলমাল, ওয়াক্ফ ও এতিমখানা উল্লেখযোগ্য।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ–৫.১ : ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দানশীলতা
পাঠ-৫.২ : ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সদ্কা
পাঠ-৫.৩ : ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাকাত
পাঠ-৫.৪ : ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্মগোলা
পাঠ-৫.৫ : ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরাইখানা
পাঠ-৫.৬ : ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেবোত্তর
পাঠ-৫.৭ : ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বায়তুলমাল
পাঠ-৫.৮ : ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়াক্ফ
পাঠ-৫.৯ : ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এতিমখানা

পাঠ-৫.১ ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দানশীলতা (Charity as a Traditional Social Welfare Institution)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.১.১ দানশীলতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৫.১.২ দানশীলতার গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।
৫.১.৩ দানশীলতার সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

৫.১.১ দানশীলতা কী?

ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে দানশীলতা অন্যতম। মানুষ যখন থেকে সমাজবদ্ধ হয়েছে তখন থেকেই মানুষের কল্যাণে এগিয়ে এসেছে। সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে যার যাত্রা শুরু দানশীলতার মাধ্যমে।

দানশীলতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Charity যা ল্যাটিন শব্দ Charitas থেকে এসেছে। যার অর্থ মানবপ্রেম। সাধারণভাবে দানশীলতা বলতে নিঃস্বার্থভাবে অপরের কল্যাণে দান করার প্রথাকে বোঝায়। অর্থাৎ সমাজের দুঃস্থ, অসহায় ও

অভাবগ্রস্তদের প্রতি দয়াপরাবশ হয়ে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য প্রদানকে দানশীলতা বলা হয়। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী এম. জে. গজধর এর মতে, দুস্থ, অসহায় ও সমস্যাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণার্থে নিঃশর্তভাবে সাহায্য করার মাধ্যমে প্রকাশিত মানবপ্রেমই হচ্ছে দানশীলতা।

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, অসহায় ও দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য দ্রব্যসামগ্রী ও নিঃস্বার্থ সেবা প্রদানই হলো দানশীলতা। সুতরাং বলা যায় দানশীলতা হলো আর্তপীড়িত ও দুস্থদের সাহায্যদানের এক প্রক্রিয়া, যার ভিত্তি হলো ধর্মীয় অনুভূতি ও অনুশাসন।

৫.১.২ দানশীলতার গুরুত্ব

মানবজীবনে দানশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা দানশীলতার হাত ধরেই সমাজকল্যাণের যাত্রা শুরু। পাশাপাশি আধুনিক সমাজকর্মকে পেশাগত রূপদানের ভিত্তি হলো উক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সমাজকর্ম শিক্ষার বিস্তারে ও বিকাশে দানশীলতা অবদান রেখেছে। এছাড়াও–

১. পরলৌকিক মুক্তি এবং অসহায় শ্রেণির দুর্দশা লাঘবে দানশীলতা পরিচালিত হয়।
২. ইসলামে দানশীলতাকে ইহকালীন মঙ্গল ও পারলৌকিক মুক্তির উপায়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।
৩. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির ভিত্তি হিসেবে দানশীলতার অবদান অনস্বীকার্য।
৪. সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানে দানশীলতার অবদান রয়েছে।
৫. দানশীলতার অনুপ্রেরণায় ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় 'দান সংগঠন আন্দোলন' গড়ে ওঠে এবং দান সংগঠন আন্দোলন থেকেই 'দান সংগঠন সমিতি' গড়ে ওঠে, যা আধুনিক ও পেশাদার সমাজকর্ম সৃষ্টির ধারক ও বাহক।

৫.১.৩ দানশীলতার সীমাবদ্ধতা

মানবকল্যাণে দানশীলতা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও আধুনিক সমাজকর্মের দৃষ্টিকোন থেকে এর অনেক সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি রয়েছে। যেমন :

১. দানশীলতা অপরিকল্পিত ও বিচ্ছিন্ন সমাজসেবা।
২. দানশীলতা দাতার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, ব্যক্তির চাহিদা ও সমস্যা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়।
৩. সমস্যার স্থায়ী ও যৌক্তিক সমাধানে অপারগ।
৪. সাহায্যগ্রহীতাকে পরনির্ভর করে গড়ে তোলে।
৫. দানশীলতা করুণা ও আবেগ মিশ্রিত; ফলে ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা বিঘ্নিত হয়।
৬. এটি মানুষকে শ্রমবিমুখ করে তোলে।

দানশীলতার উপর্যুক্ত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীতে আর্তমানবতার সেবায় এর অবদান অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ। এটি সমাজসেবার অনন্য উদাহরণ।

সারসংক্ষেপ

দানশীলতার অনুভূতিই উনিশ শতকের শেষার্ধে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় বিভিন্ন আন্দোলনের অনুপ্রেরণা জোগায় যা পরবর্তীতে পেশাদার সমাজকল্যাণের জন্ম দেয়। বর্তমান বিশ্বের অনুন্নত ও দরিদ্র দেশসমূহে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অত্যন্ত সীমিত বিধায় দুঃস্থ, অসহায় ও দরিদ্র শ্রেণির নিরাপত্তাবিধানে দানশীলতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোনটি সনাতন বা ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের সবচেয়ে পুরোনো অথচ শক্তিশালী রূপ?

ক) বায়তুলমাল খ) সরাইখানা
গ) ধর্মগোলা ঘ) দানশীলতা

২। দানশীলতার মূলভিত্তি হলো–
i. সমাজসেবা ii. মানবপ্রেম iii. ধর্মীয় দর্শন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। সমাজের বঞ্চিত, পশ্চাৎপদ, দুঃস্থ ও অসহায় শ্রেণির কল্যাণে সাহায্য করা কথাটির মূল লক্ষ্য?
ক) দানশীলতার খ) বায়ুতলমালের
গ) যাকাতের ঘ) ধর্মগোলার

পাঠ-৫.২ ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সদ্‌কা (Sadqa as a Traditional Social Welfare Institution)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.২.১ সদ্‌কা কী তা বলতে পারবেন।

৫.২.২ সমাজকল্যাণে সদ্‌কার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৫.২.১ সদ্‌কা কী?

সদ্‌কা ইসলামী সমাজ ও জীবনব্যবস্থায় একটি উল্লেখযোগ্য দিক। আরবি 'সাদাকাহ্' শব্দ থেকে সদ্‌কা শব্দের উদ্ভব; যার অর্থ দান। দুস্থ, দরিদ্র ও অসহায় জনসাধারণের কল্যাণে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে এটি প্রচলিত রয়েছে। সদ্‌কা যাকাতের ন্যায় বাধ্যতামূলক নয়। এটি নফল ইবাদতের সমান। সাধারণত মহান আল্লাহতা'লার নৈকট্য লাভের আশায় স্বত্ব ত্যাগ করে কাউকে কিছু দান করাকে সদ্‌কা বলে। সদ্‌কার ক্ষেত্রে দান ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

স্বেচ্ছাধীন ও বাধ্যতামূলক (যাকাত, ফেতরা) সকল দান, মানত, যোগান নিয়ত, মাগফেরাত ও আরোগ্য কামনার্থে দান সবই সদ্‌কার অন্তর্ভুক্ত। এমনকি হাদিস শরীফে নেক আমল, সদ্ব্যবহার, হাসিমুখে কথা বলা, আপন ভাইয়ের দিকে সুদৃষ্টিও সদ্‌কার শামিল। সাধারণত দু'রকমের সদ্‌কা রয়েছে। যথা :

১. ঐচ্ছিক সদ্‌কা
২. বাধ্যতামূলক সদ্‌কা

ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় কোনো রকম বাধ্যবাধকতা ছাড়া যে দান করে, তাকে ঐচ্ছিক সদ্‌কা বলে। মানুষ সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ ও পাপমোচনের উদ্দেশ্যে এ সদ্‌কা প্রদান করে থাকে। যেমন– ফকির, মিসকিন ও ভিক্ষুককে দান করা ইত্যাদি।

আবার বিশেষ শর্তসাপেক্ষে ও বিভিন্ন ধর্মীয় উপলক্ষ্যে যে দান মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করার নিয়ম রয়েছে তাকে বাধ্যতামূলক সদ্‌কা বলে। যেমন– সদ্‌কাতুল ফিতর ও ঈদুল আযহার কোরবানির পশুর চামড়া বা তার মূল্য। এছাড়া মানতের সদ্‌কা দেওয়াও বাধ্যতামূলক।

৫.২.২ সমাজকল্যাণে সদ্‌কার গুরুত্ব

সদ্‌কা ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের বিশেষ প্রতিষ্ঠান। জনকল্যণে এর অবদান অপরিসীম। যেমন :

১. স্রষ্টার ইবাদত ও সৃষ্টের সেবা ইসলামের অন্যতম বিধান।সদকার মাধ্যমে একই সাথে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সন্তুষ্টি ও সেবা করা সম্ভব।

২. সদ্‌কা মানুষের স্বতঃস্ফুর্ত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দানকে উৎসাহিত করে, যাতে সমাজের প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

৩. সম্পদশালী ব্যক্তি তার সম্পদের একাংশ দুস্থ, অসহায়, দরিদ্র, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, শিশু, বিধবা, নারী প্রভৃতি শ্রেণির কল্যাণে ব্যয় করে, যা সমাজকল্যাণের লক্ষ্যের সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
৪. সদকার মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির তাৎক্ষণিক ও সাময়িক সমাধান করা সম্ভব হয়। এতে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় যা সমাজকল্যাণে অতীব জরুরি।
৫. সমাজে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটলে শুধুমাত্র যাকাতের অর্থ দিয়ে সে পরিস্থিতি মোকাবিলা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় সদকার সহায়ক ভূমিকা অতুলনীয়।
৬. সদ্‌কার মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য, শৃঙ্খলা, সাম্য, মৈত্রী ও সংহতি শক্তিশালী করা সম্ভব।

সারসংক্ষেপ

আরবি অভিধানে আল্লাহর ওয়াস্তে সম্পদের যে অংশ ব্যয় করা হয় তাকে সদ্‌কা বলে। সদ্‌কা যাকাতের ন্যায় ফরজ নয় কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী নফল ইবাদত। হাক্কুল ইবাদ ও হাক্কুল্লাহ বা সৃষ্টির সেবা ও স্রষ্টার ইবাদত দুটিই লাভ করা যায় সদকার মাধ্যমে। অর্থাৎ স্রষ্টার নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে মুসলমানগণ আর্তমানবতায় সেবায় বস্তুগত ও অবস্তুগতভাবে যা দান করে তাই সদ্‌কা, যা এতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুত্ব বহন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোনটি দানশীলতার ব্যাপক পরিধির অন্তর্ভুক্ত?
ক) ওয়াক্‌ফ খ) যাকাত
গ) বায়তুলমাল ঘ) সদ্‌কা

২। ইসলামে সদ্‌কা হিসেবে বিবেচনা করা হয়–
i. স্বেচ্ছায় দান
ii. বাধ্যতামূলকভাবে প্রদত্ত দান
iii. স্বেচ্ছায় আর্থিক সাহায্য প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। বাধ্যতামূলক সদ্‌কার উৎস কয়টি?
ক) একটি খ) দুইটি
গ) তিনটি ঘ) চারটি

পাঠ-৫.৩ ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাকাত (Zakat as a Traditional Social Welfare Institution)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.৩.১ যাকাত কী তা বলতে পারবেন।
৫.৩.২ যাকাত আদায়ের খাতগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
৫.৩.৩ যাকাত ব্যয়ের খাতগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
৫.৩.৪ সমাজকল্যাণে যাকাতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

৫.৩.১ যাকাত কী?

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সর্বশেষ স্তম্ভ যার অর্থ হলো প্রশংসা করা, প্রাচুর্য লাভ করা ও সংশোধন করা। এছাড়াও যাকাতের অন্যতম দুটি অর্থ হলো পবিত্র করা ও বৃদ্ধি করা। ঐতিহ্যগত বা সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে যাকাত অন্যতম। ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলভিত্তি এবং মৌলিক ইবাদত হলো যাকাত, যা ইসলাম ধর্মের প্রধান কল্যাণমূলক পদক্ষেপ ও প্রতিষ্ঠান।

যাকাত আদায় করলে অর্থ-সম্পদ ব্যক্তি বিশেষের হাতে কুক্ষিগত না থেকে সমাজে দরিদ্রদের হাতে সম্প্রসারিত হয় এবং এর সাহায্যে অনেক অসহায় ও দরিদ্র শ্রেণির অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়।

আবার পবিত্রতা অর্থে যাকাত মানুষের মধ্য হতে কৃপণতা, কপটতা, অপবিত্রতা ও লোভ লালসা থেকে মুক্ত করে পবিত্র রাখে।

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, Zakat giving charitable clonations, requirement of those faithful to islam; that portion of a Muslims income that must be allocated for alms to poor people. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রা.) এর মতে, ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদের নিসাব পূর্তির পর যে কোনো মুসলিম দরিদ্রকে শরীয়তের নির্ধারণ অনুযায়ী সেখান থেকে ধনসম্পদ দেওয়াই যাকাত। তবে দরিদ্র মুসলিমটি হাক্কানী বংশোদ্ভূত হবে না।

ইসলামী শরিয়তের বিধানানুযায়ী কোনো মুসলমানের সম্পদ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর বার্ষিক নির্দিষ্ট সীমার উর্ধ্বে উদ্বৃত্ত থাকলে, নির্দিষ্ট হারে নির্দিষ্ট শ্রেণির মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে বিতরণ করাই যাকাত।

যাকাত ফরজ হওয়ার কতগুলো শর্ত রয়েছে, তা হলো :

১. মুসলিম হওয়া
২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া
৩. জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া
৪. স্বাধীন হওয়া
৫. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া
৬. ঋণমুক্ত হওয়া
৭. এক বছর পূর্ণ মালিকানায় সম্পদ থাকা

৫.৩.২ যাকাত আদায়ের খাতসমূহ

ইসলাম ধর্মানুযায়ী আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কতগুলো খাতে যাকাত আদায় করা হয়; সেগুলো নিম্নরূপ :

১. স্বর্ণ : কোনো ব্যক্তির নিকট সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ থাকলে তার উপর শতকরা আড়াই ভাগ স্বর্ণ বা সমপরিমাণ মূল্য যাকাত দান করতে হবে।

২. রৌপ্য : সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য থাকলে শতকরা আড়াই ভাগ বা সমপরিমাণ মূল্য যাকাত হিসেবে দান করতে হবে।

৩. স্বর্ণ ও রৌপ্য : স্বর্ণ ও রৌপ্য মিলিতভাবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমপরিমাণ হলে শতকরা আড়াই ভাগ হারে যাকাত দিতে হবে।

৪. **নগদ অর্থ :** বৎসর শেষে যাবতীয় খরচ বাদে যে পরিমাণ নগদ অর্থ ব্যাংক, বীমা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, বৈদেশিক মুদ্রা বা জমা অর্থ থাকে তার উপর শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দান করা বাধ্যতামূলক।

৫. **উৎপন্ন ফসল :** সেচবিহীন উৎপন্ন ফসলের ১/১০ ভাগ এবং যান্ত্রিক সেচের ফলে উৎপন্ন ফসলের ১/২০ ভাগ যাকাত দান ফরজ।

৬. **গৃহপালিত পশু :** লাভজনক উদ্দেশ্যে পশুপালন করলে পশুর সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট হারে যাকাত দান করতে হবে।
ক. প্রতি ৩০টি গরু বা মহিষের জন্য এক বছরের অধিক বয়সের ১টি বাছুর যাকাত দান ফরজ।
খ. প্রতি ৪০টি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বার জন্য ১ বছরের অধিক বয়সের ১টি বাছুর যাকাত দান করা ফরজ।

৭. **ব্যবসায়িক পণ্য :** ব্যবসায়িক পণ্য বা মুলধনের পরিমাণ সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মূল্যের সমান হলে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দান বাধ্যতামূলক।

৮. **খনিজ দ্রব্য :** যে কোনো ভূমিতে খনিজ দ্রব্য, গুপ্তধন বা অনুরূপ সম্পদ পাওয়া গেলে তা ব্যবহারের পূর্ব ১/৫ ভাগ হিসেবে যাকাত দান ফরজ।

৫.৩.৩ যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ

ইসলাম ধর্মে জনকল্যাণের ক্ষেত্রে যাকাত একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত হয়। এটি ধনী মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক কর বিশেষ। যাকাতের অর্থ যে কোনো খাতে ব্যয় করা যাবে না। আল্লাহ যাকাত বণ্টনের খাতগুলো নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর তা হলো :

১. ফকির বা নিঃস্ব ব্যক্তি;
২. মিসকিন বা দরিদ্র শ্রেণি;
৩. যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি;
৪. মুক্তিকামী ক্রীতদাস;
৫. অর্থসংকটে নিপতিত পথিক;
৬. আল্লাহর সাধনায় সদানিবেদিত ব্যক্তি;
৭. ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তি; এবং
৮. ইসলাম গ্রহণ তথা ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে বিপন্ন ব্যক্তি

৫.৩.৪ সমাজকল্যাণে যাকাতের গুরুত্ব

যাকাতের আর্থ-সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব অনন্য ও অপরিসীম। ইসলামের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনকল্যাণে যাকাত এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে সমাজকল্যাণে যাকাতের গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. **সম্পদের সুসম বণ্টন :** ইসলাম ধনী কর্তৃক নিরঙ্কুশ সম্পদ সঞ্চয়কে সমর্থন করে না। বরং সম্পদের মালিককে তার মোট সম্পদের ২.৫ শতাংশ অসহায় ও দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়নে দান করার নির্দেশ দিয়েছে, যা সম্পদের সুসম বণ্টন নিশ্চিত করে।

২. **ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধন সৃষ্টি :** যাকাত প্রদানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি, সমবেদনা ও সহনশীলতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণির সাথে সম্পর্কের বন্ধন তৈরি হয়।

৩. **নিরাপত্তা ও কল্যাণ :** যাকাত সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। যাকাতের মাধ্যমে দুঃস্থ অসহায় শ্রেণির মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা দেয়া হয়।

৪. **ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা :** যাকাত ধনীদের আরো ধনী ও গরীবদের/দরিদ্রদের আরো দরিদ্র হওয়া থেকে বিরত রাখে। সমাজের অস্বচ্ছলদের প্রতি দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছলদের উদ্বুদ্ধ করে। ফলে মানুষের মধ্যে সদ্ভাব ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫. **নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ :** যাকাতের মাধ্যমে মানবমনের সুন্দর প্রবৃত্তিগুলো জাগ্রত হয় ফলে নৈতিক ও মানবিক মূল্যাবোধগুলো ভ্রাতৃত্বের অভাব মোচনে সক্রিয় থাকে।

সারসংক্ষেপ

যাকাত ইসলামে অবশ্য পালনীয় একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে দরিদ্রের প্রতি ধনীদের দায়িত্ব-কর্তব্য প্রতিফলিত হয়। ইসলামের বিধান অনুযায়ী সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ যথাযথভাবে যাকাত প্রদান করলে দরিদ্রের দুঃখ কষ্ট অনেকটা হ্রাস পায়। এটি সামাজিক সাহায্যনির্ভর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্যতম দৃষ্টান্ত। ইসলামের অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ হলো যাকাত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোনটি ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি?
ক) খয়রাত খ) সদ্‌কা
গ) যাকাত ঘ) ওয়াক্‌ফ

২। কোনটি বিশ্বের সর্বপ্রথম সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা?
ক) যাকাত খ) চ্যারিটি
গ) ওয়াক্‌ফ ঘ) দেবোত্তর

৩। যাকাতের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের–
i. সুসংগঠিত বৈশিষ্ট্য
ii. বিশৃঙ্খলার বৈশিষ্ট্য
iii. প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৪ ঐহিত্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্মগোলা (Dharmagola as a Traditional Social Welfare Institution)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.৪.১ ধর্মগোলার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৫.৪.২ ধর্মগোলার কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে পারবেন।
৫.৪.৩ সমাজকল্যাণে ধর্মগোলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৫.৪.১ ধর্মগোলা কী?

প্রাচীন ও ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্মগোলা অন্যতম। বর্তমানে ধর্মগোলা নেই কিন্তু ধর্মগোলার নীতির উপর ভিত্তি করে বর্তমান গ্রামদেশে এখনো এ ধরনের সেবা কার্যক্রম বিদ্যমান। ধর্মগোলা এমন একটি বিশেষ শস্যভাণ্ডার যাতে মৌসুমের সময় স্থানীয়ভাবে উদ্বৃত্ত শস্য সংগ্রহ করে মজুদ রাখা হয় এবং পরবর্তীতে খাদ্যাভাব দেখা দিলে দুর্গতদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে বিশিষ্ট মানবপ্রেমীদের চিন্তাভাবনায় গড়ে ওঠে ধর্মগোলা। স্থানীয় ভিত্তিতে স্থানীয় সমস্যার মোকাবিলা– এ নীতির উপর ভিত্তি করে ধর্মগোলার

উদ্ভব। ভারত বিভক্তির পর থেকে ধর্মগোলার অস্তিত্ব ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং পোকামাকড়ের আক্রমণে ব্যাপক ফসলহানি ঘটে। যে কারণে কৃষক সমাজ চরম দুরবস্থার শিকার হয়ে পড়ে এবং তারা চড়া সুদে গ্রাম্য মহাজনদের নিকট থেকে অর্থ বা শস্য ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এটা বন্ধ করতে স্থানীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ধর্মগোলা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

৫.৪.২ ধর্মগোলার কার্যক্রম

ধর্মগোলার কার্যক্রমসমূহ হলো :

ক. ফসলের মৌসুমে কৃষকদের নিকট থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সমষ্টি শস্যভাণ্ডার গঠন করা।
খ. দুভিক্ষ ও দুর্যোগকালে সংগৃহীত খাদ্যশস্য বিতরণ করা।
গ. অনাহার, মৃত্যু ও মহামারি প্রতিরোধ করা।
ঘ. গ্রামীণ মহাজন ও সুদখোরদের হাত থেকে কৃষককূলকে রক্ষা করা।
ঙ. নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে আঞ্চলিক ও সমষ্টিগত বিপর্যয় মোকাবিলা করা।

৫.৪.৩ সমাজকল্যাণে ধর্মগোলার গুরুত্ব

ধর্মগোলা শুধু আপতকালীন খাদ্য সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সমাজসেবা ও কল্যাণকর পদক্ষেপ হিসেবে সমাজকল্যাণে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে প্রচলিত খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ধর্মগোলার ধারণা ও নীতি অনুসরণ করা যায়। এছাড়াও–

১. স্থানীয় প্রচেষ্টায় দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতি মোকাবিলায় ধর্মগোলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।
২. এটি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের বিনাসুদে ঋণদান ও মহাজন ও সুদখোরদের কবল থেকে কৃষকদের রক্ষা কবচ।
৩. দুঃস্থ ও অসহায়দের কল্যাণে নিবেদিত।
৪. সমষ্টিগত উদ্যোগে সমস্যা মোকাবিলা ও চাহিদা পূরণে ধর্মগোলার গুরুত্ব রয়েছে।

সুতরাং বলা যায় যে, সমাজকল্যাণে ধর্মগোলার গুরুত্ব বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার এক অনন্য দৃষ্টান্ত ধর্মগোলা।

সারসংক্ষেপ

দুর্ভিক্ষ ও আপতকালীন সময়ে অনহারে অকালমৃত্যু রোধ করার লক্ষ্যে ১৯৪২-৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ধর্মগোলা গড়ে তোলা হয় যাতে শস্য মৌসুমে উদ্বৃত্ত শস্য এই শস্যভাণ্ডারে মজুদ রাখা হতো এবং বিপদকালীন সময়ে কৃষকদের মাঝে বিনাসুদে বিতরণ করা হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত খাদ্য সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য জেলা ও মহকুমা কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে ইউনিয়ন বোর্ডগুলো ধর্মগোলা গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে জনগণের নির্বাচিত গ্রামীণ ফুড কমিটি ধর্মগোলার সার্বিক দায়িত্ব পালন করতো। সার্কেল অফিসার এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টগণ ধর্মগোলা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতো। এভাবে এই শস্যভাণ্ডার আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকতো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোন নীতির উপর ভিত্তি করে ধর্মগোলার উদ্ভূত?
ক) সুদহীন ঋণদানের মাধ্যমে কৃষকের মুক্তি
খ) দুর্গত মানুষকে অকাল মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা
গ) স্থানয় ভিত্তিতে স্থানীয় সমস্যার মোকাবিলা
ঘ) জাতীয় ভিত্তিতে স্থানীয় সমস্যার মোকাবিলা

২। কোন সময়ে ধর্মগোলা গড়ে তোলা হয়?
ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন
খ) ১৯৪০–৪১
গ) ১৯১৩–১৪
ঘ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন

পাঠ-৫.৫ ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরাইখানা (Saraikhana as a Traditional Social Welfare Institution)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.৫.১ সরাইখানার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৫.৫.২ সরাইখানার গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

৫.৫.১ সরাইখানা কী?

যে সকল ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান বহুদিন যাবৎ দুর্গত মানবতার সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে সেগুলোর মধ্যে সরাইখানা অন্যতম। সরাইখানা আধুনিককালের মুসাফিরখানারই প্রতিরূপ। সরাইখানার ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো "Inn"। সাধারণভাবে সরাইখানাকে বিশ্রামাগার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মধ্যযুগে বর্তমানের ন্যায় উন্নত রাস্তাঘাট ও যানবাহন ছিল না। তখন মানুষকে পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়ায় চড়ে দূরের রাস্তা পাড়ি দিতে হতো। ফলে পথিমধ্যে বিশ্রাম ও রাত্রিযাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতো। এমন প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে প্রজাহিতৈষী শাসক, উদার সম্পদশালী ব্যক্তি, ফকির, দরবেশ প্রমুখ ব্যক্তিগণ পথিকের জন্য বিনামূল্যে বিশ্রাম, খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ এবং রাত্রি যাপনের জন্যে বড় বড় রাস্তার পাশে বিশ্রামাগার স্থাপন করতেন। এমন বিশ্রামাগারই সরাইখানা নামে পরিচিত। ক্লান্ত-শ্রান্ত পথিকদের বিনাপয়সায় খাওয়াদাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা এবং অসুস্থদের সেবা করার লক্ষ্যেই সরাইখানা নির্মাণ করা হতো। যার মূলভিত্তি মানবসেবা। মূলত ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে গৃহতুল্য বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হতো। সম্রাট শেরাশাহ সোনারগাঁ থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত যে বিখ্যাত গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করেন, তার পাশে অসংখ্য সরাইখানা নির্মাণ করেন। বর্তমানে সরাইখানার আদলে বড় বড় হোস্টেল, হোটেল, মোটেল, পর্যটন কেন্দ্র, বোর্ডিং, সার্কিট হাউজ, ডাক বাংলো, রেস্টহাউজ প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। এখানে অত্যাধুনিক সকল সুবিধাই বিদ্যমান তবে এসব সেবাদান ব্যবস্থা মূলত বাণিজ্যিক এবং টাকার বিনিময়ে সেবা দেয়া হয়।

৫.৫.২ সরাইখানার গুরুত্ব

ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরাইখানার গুরুত্ব অপরিসীম। মধ্যযুগের ফকির, দরবেশ, ধর্মপ্রচারক এবং প্রজা দরদী শাসকগণ পথিক ও ভক্তদের সুবিধার্থে সরাইখানা স্থাপন করতেন। এগুলো গুজরাখানা ও মুসাফিরখানা নামেও পরিচিত ছিল। এসব সরাইখানায় বিনাখরচে খাওয়াদাওয়া, বিশ্রাম ও অসুস্থদের সেবাদানের ব্যবস্থা করা হতো। ইসলাম ধর্মের প্রচারকগণ তাদের খানকার পাশে সরাইখানা নির্মাণ করে নব্যমুসলিমদের আশ্রয়দানের ব্যবস্থা করতেন। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও আনুসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এতই অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যে, সরাইখানার প্রয়োজনীয়তা একেবারেই ফুরিয়ে গেছে। অবশ্য যেসব দেশ ও এলাকায় এখনো যোগাযোগ ব্যবস্থার তেমন উন্নয়ন ঘটেনি সেসব স্থানে এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আধুনিক সংস্করণ হিসেবে সার্কিট হাউজ, রেষ্ট হাউজ, ডাক বাংলো প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সরাইখানার পরিবর্তে স্থান করে নিয়েছে । এছাড়াও সরাইখানা মানবকল্যাণে যেসকল অবদান রাখতে সক্ষম হয় তা হলো :

১. এখানে পথিক, পর্যটক ও মুসাফির গোষ্ঠী বিনাখরচে থাকা-খাওয়ার সুযোগ পায়।

২. এখানে আশ্রিতরা চোর-ডাকাত-খুনিদের হাত থেকে নিরাপত্তা লাভ করে।

৩. অসুস্থব্যক্তিবর্গের সুচিকিৎসার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

সারসংক্ষেপ

যদিও আধুনিক বিশ্বে সরাইখানার অস্তিত্ব নেই বললেই চলে, তথাপিও মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরাইখানা অন্যতম। অতিথিসেবা ও মানবকল্যাণের অন্যতম পথনির্দেশক এই ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানটি অনেকাংশে সমাজকর্মের দর্শন ও মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোনটি ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ?
ক) লঙ্গরখানা খ) সরাইখানা
গ) ধর্মগোলা ঘ) দেবোত্তর

২। সরাইখানার মূল চালিকা শক্তি কী?
ক) সহযোগিতা খ) বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি
গ) নৈতিকতা ঘ) মানবপ্রেম

৩। কে গ্রাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের পাসে সরকারি ব্যবস্থাপনায় হিন্দু-মুসলমানদের জন্যে পৃথক সরাইখানা ব্যবস্থা করেছিলেন?
ক) ফিরোজ শাহ খ) সম্রাট অশোক
গ) শের শাহ ঘ) সিরাজ শাহ

পাঠ-৫.৬ ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেবোত্তর (Debottor as a Traditional Social Welfare Institution)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.৬.১ দেবোত্তর কী তা বলতে পারবেন।

৫.৬.২ দেবোত্তরের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৫.৬.১ দেবোত্তর কী?

হিন্দু সমাজে প্রচলিত স্থায়ীভাবে সম্পত্তি উৎর্সগের নাম দেবোত্তর প্রথা। এটি অন্যতম সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান এবং মানবকল্যাণে গুরুত্ব অপরিসীম। দেবোত্তর শব্দের আভিধানিক অর্থ দেবতা বা ঈশ্বরের সম্পত্তি। হিন্দুধর্মের কোনো অনুসারী সম্পত্তি উৎসর্গ করলে সে সম্পত্তিকে দেবোত্তর সম্পত্তি বলে এবং যে ব্যক্তি সম্পত্তি উৎসর্গ করে তাকে দেবোত্তরস্বায়ী বলা হয়। আর হিন্দু ধর্মানুসারী পাপমোচন, ক্ষমালাভ, পূণ্যার্জন ও সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দেবতার অনুকূলে স্থায়ীভাবে সম্পত্তি (আংশিক বা সম্পূর্ণ) উৎসর্গ করার প্রথাকে দেবোত্তর বলে। এ প্রথার লক্ষ্য হচ্ছে দেবতার সন্তুষ্টির সাথে সাথে হিন্দু সমজের কল্যাণ এবং ধর্মীয় ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা। নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য ধর্মীয় উদ্দেশ্যে দেবোত্তর সম্পত্তি দান করা যেতে পারে :

ক. কোন দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও পূজার্চনার জন্য
খ. দরিদ্র ও ব্রাহ্মণ ভোজের জন্য
গ. বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমিত্তে বৃত্তি প্রদানের জন্য
ঘ. হাসপাতাল স্থাপনের জন্য

হিন্দু ধর্মানুযায়ী দেবোত্তর দু'ধরনের। যথা :

১. আংশিক দেবোত্তর : যখন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে সম্পত্তি উৎসর্গ করা হয় তখন তাকে আংশিক দেবোত্তর বলে। এধরনের দেবোত্তর ব্যক্তির পরিবার পরিজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

২. সার্বিক দেবোত্তর : ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক কাজে স্থায়ীভাবে সম্পত্তি উৎসর্গের প্রথাই সার্বিক দেবোত্তর। এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়।

৫.৬.২ দেবোত্তরের গুরুত্ব

সমাজকল্যাণ ও আর্তমানবতার সেবা ও হিন্দুধর্মের প্রসারে দেবোত্তরের বহু গুরুত্ব রয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশসহ ভারত উপমহাদেশে বহু মন্দির, আশ্রম, পূজামণ্ডপ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়েছে এবং হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানাদি, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি সম্পন্ন হচ্ছে। দেবতাকে সন্তুষ্ট করার মধ্য দিয়ে পাপমোচন ও মৃত্যুর পর স্বর্গবাসী হওয়ার উপায় হিসেবে মূলত দেবোত্তর প্রথার উদ্ভব। তীর্থ স্থানসমূহে তীর্থযাত্রীদের থাকা, খাওয়াসহ অন্যান্য প্রয়োজন পূরণে দেবোত্তর সম্পত্তির অবদান ও ভূমিকা অপরিসীম। এছাড়াও তৎকালীন হিন্দু জমিদার, ধনাঢ্য ও মানবহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ আর্তমানবতার সেবায় দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেছেন, যা সমাজসেবারই অংশ হিসেবে গণ্য হয়। তাই ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেবোত্তর প্রথার তাৎপর্যও গুরুত্ব অনেক।

সারসংক্ষেপ

দেবতা শব্দ থেকেই মূলত দেবোত্তর শব্দটি এসেছে। মূলত স্বর্গলাভ ও পাপমোচনের জন্যই এই প্রথাটি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। দেবতার সন্তুষ্টি লাভের পাশাপাশি সমাজের কল্যাণ সাধন এবং ধর্মীয় ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা দেবোত্তর প্রথার লক্ষ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণকারীকে কী বলে?
ক) রক্ষণাবেক্ষণকারী খ) সেবায়েত
গ) মোতওয়াল্লি ঘ) তত্ত্বাবধানকারী

২। দেবোত্তরের ধরন কয়টি?
ক) ৩টি খ) ২টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি

পাঠ-৫.৭ ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বায়তুলমাল (Baitulmaal as a Traditional Social Welfare Institution)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.৭.১ বায়তুলমাল কী তা বলতে পারবেন।

৫.৭.২ সমাজকল্যাণে বায়তুলমালের গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

৫.৭.১ বায়তুলমাল কী?

বায়তুলমাল জনকল্যাণে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। যেসব সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ইসলাম ধর্মের মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনকল্যাণে অবদান রেখে আসছে সেগুলোর মধ্যে বায়তুলমাল অন্যতম। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর প্রবর্তন করেন।

'বায়তুলমাল' শব্দটি গঠিত হয় 'বায়ত' এবং 'মাল' এ দু'টি শব্দের সমন্বয়ে। বায়ত অর্থ ঘর; আর মাল অর্থ ধন বা সম্পদ। সুতরাং বায়তুলমাল শব্দের অর্থ সম্পদের ঘর বা ধনাগার। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী শাসনকালে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে প্রবর্তিত রাজকোষকে বায়তুলমাল বলা হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য বায়তুলমাল গঠিত হয়।

বায়তুলমালের আয়ের উৎস অনেক। যেসব উৎস হতে সম্পদ জমা হতো সেগুলো হচ্ছে মুসলমানদের ভূমি, রাজস্ব ও খনিজ সম্পদের ধার্যকৃত কর; অমুসলিমদের অধিকারভুক্ত জমির খাজনাও গণিমতের মাল; উত্তরাধিকারবিহীন জমিজমা, জিজিয়া কর, সদ্‌কা, জাকাত ও দেশের সমষ্টিগত চাহিদা পূরণের জন্য আদায়কৃত চাঁদা বাবদ লব্ধ অর্থ। মূলত বায়তুলমাল রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সম্পদ। বায়তুলমালের মাধ্যমেই জনগণের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বলে স্বীকার করে নেয়া হয়।

৫.৭.২ বায়তুলমালের গুরুত্ব

ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বায়তুলমাল অন্যতম। এটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের জনকল্যাণ ও সমাজকল্যাণ কাজে সম্পৃক্ততার সূত্রপাত ঘটে। তাই বায়তুলমালকে এক ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচি হিসেবে গণ্য করা হয়। বর্তমানে এটির অস্তিত্ব না থাকলেও ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণে এই প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মানবকল্যাণে এটি নিম্নোক্ত ভূমিকা পালন করে :

১. দারিদ্র্য বিমোচনে বায়তুলমাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি দুঃস্থ, অসহায় ও বঞ্চিত শ্রেণির রক্ষা কবচ হিসেবে বিবেচিত।

২. প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও এতিম শিশুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হতো বায়তুলমালের সম্পদের মাধ্যমে।

৩. বায়তুলমাল হতে ইসলামী বিধান মতে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হতো। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এই ঋণের মাধ্যমে সাবলম্বী হতো।

৪. যাকাতের অর্থ পৃথকভাবে বায়তুলমালে জমা রাখা হতো এবং নির্ধারিত ৮টি খাতে যাকাতের অর্থ সংকুলান না হলে বায়তুলমাল থেকে সহায়তা করা হতো।

৫. বায়তুলমালে গচ্ছিত সম্পদ থেকে রাষ্ট্রীয় শাসনের ব্যয়ভার মেটানোর পর উদ্বৃত্ত অর্থ সমাজসেবামূলক কাজে ব্যবহার করা হয়।

৬. বায়তুলমালের মাধ্যমে জনগণের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ ও মানবকল্যাণে সার্বিক সেবাদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়, যা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ভিত্তি গড়ে তোলে।

সারসংক্ষেপ

ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণে বায়তুলমাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা সমাধানে সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিত উপায়ে প্রাতিষ্ঠানিক তহবিল গঠন তথা সমস্যার সমাধানে অর্থের যোগানের ক্ষেত্রে একটি মোটামুটি স্থায়ী তহবিল করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন :

১। বায়ত শব্দের অর্থ কী?

ক) মাল খ) ঘর

গ) আটক ঘ) পবিত্রতা

২। বায়তুলমালের জমাকৃত সম্পদের খাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত–
i. উত্তরাধিকার বিহীন ধনসম্পত্তি
ii. অমুসলিম নাগরিকদের কাছ থেকে আদায়কৃত জিজিয়া কর
iii. মানবহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের স্বেচ্ছায় দানকৃত ধনসম্পদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৮ ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়াক্‌ফ (Waqf as a Traditional Social Welfare Institution)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.৮.১ ওয়াক্‌ফ এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৫.৮.২ ওয়াক্‌ফ এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
৫.৮.৩ ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়াক্‌ফ এর গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

৫.৮.১ ওয়াক্‌ফ কী?

সনাতন সমাজকল্যাণের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের পরিচায়ক হলো ওয়াক্‌ফ। ইসলামে ওয়াক্‌ফ সমাজকল্যাণের অন্যতম প্রতিষ্ঠান। যেসব ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান সমাজসেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে তার মধ্যে ওয়াক্‌ফ অন্যতম। ওয়াক্‌ফ এর শাব্দিক অর্থ হলো আটক; এখানে আটক বলতে দায়কৃত সম্পদের মালিকানা নির্দিষ্ট করাকে বোঝানো হয়েছে। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আশায় ধর্মীয় বা জনহিতকর কোনো কাজে মুসলমান কর্তৃক তার সম্পত্তির আংশিক বা সম্পূর্ণ স্বত্ব ত্যাগ করে দান করাকে ওয়াক্‌ফ বলে।

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মতানুযায়ী, ওয়াক্‌ফ অর্থ উৎসগকৃত বস্তুতে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানার পরিসমাপ্তি এবং তা আল্লাহর অন্তর্নিহিত মালিকানা দ্বারা আটক হওয়া। যাতে এর আয় মানবজাতির কল্যাণের জন্য নিয়োগ করা যেতে পারে। ইমাম আবু হানিফা (রা.) এর মতে, ওয়াক্‌ফ শব্দের অর্থ হলো কোনো নির্দিষ্ট ওয়াকিফ অর্থাৎ ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা আটক করে তার আয় দরিদ্রদের দান করা বা অন্য কোনো সৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা।

প্রকৃতিগত দিক থেকে ওয়াক্‌ফ দুই ধরনের হয়ে থাকে। ওয়াক্‌ফ-ই-খায়রী ও ওয়াক্‌ফ-ই-আহলী। আবার ব্যবহারিক দিক থেকে ওয়াক্‌ফ তিন ধরনের যেমন– ওয়াক্‌ফ-ই-খায়রী, ওয়াক্‌ফ-ই-আহলী ও ওয়াক্‌ফ-ই-লিল্লাহ।

ক. ওয়াক্‌ফ-ই-খায়রী হলো যখন কোনো মুসলিম তার সম্পত্তি বা সম্পত্তির আয় সম্পূর্ণরূপে কোনো জনহিতকরণ কাজে দান করেন তখন তাকে ওয়াক্‌ফ-ই-খায়রী বলে। এই ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির মাধ্যমে হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এতিমখানা প্রভৃতি কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে থাকে।

খ. ওয়াক্‌ফ-ই-আহলী হলো যখন কোনো ওয়াক্‌ফকারী তার বংশধর বা আত্মীয়-স্বজনদের কল্যাণে সম্পত্তি বা তার অংশবিশেষ ওয়াক্‌ফ এর মাধ্যমে দান করেন তখন তাকে ওয়াক্‌ফ-ই-আহলী বলে। যেমন– পিতৃমাতৃহীন নাতী-নাতনীদের দাদা কর্তৃক এরূপ ওয়াক্‌ফ করা হয়।

গ. ওয়াক্‌ফ-ই-লিল্লাহ হলো যখন সম্পূর্ণ ধর্মীয় কাজে কোনো মুসলমান তার সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেন তখন তাকে ওয়াক্‌ফ-ই-লিল্লাহ বলে। যেমন– মসজিদ, ঈদগাহ, কবরস্থান ইত্যাদির জন্য দান করা এ জাতীয় ওয়াক্‌ফ এর অন্তর্ভুক্ত।

৫.৮.২ ওয়াক্‌ফ এর বৈশিষ্ট্য

ওয়াক্‌ফ এর বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো :

ক. ওয়াক্‌ফ অনেকটাই সর্বজনীন;
খ. এটির আইনগত ভিত্তি আছে;
গ. মুসলিম আইনে এটি স্বীকৃত;
ঘ. ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি স্থাবর-অস্থাবর উভয় প্রকার হতে পারে;
ঙ. ওয়াক্‌ফ শর্তযুক্ত হয় ;
চ. ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকে;
ছ. ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য ট্রাস্টি বোর্ড থাকে; এবং
জ. এটি একটি জনসেবামূলক ও নিরাপত্তামূলক প্রতিষ্ঠান।

৫.৮.৩ সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়াক্‌ফ'র গুরুত্ব

সমাজকল্যাণমূলক কাজে সহায়তা করার প্রয়াসেই ওয়াক্‌ফ প্রত্যয়টির উদ্ভব ঘটে। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশেও দুঃস্থ, অসহায় ও বঞ্চিত শ্রেণির রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রে অসংখ্য ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান কর্মরত রয়েছে। এগুলো সমাজসেবার ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলছে। এছাড়াও–

১. ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির দ্বারা বহু জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী পরিচালিত হয়। সম্প্রতি অনেক এতিমখানা, লিল্লাহ বোর্ডিং, লঙ্গরখানা, দাতব্য চিকিৎসালয় ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে।
২. ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির আয় থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন– পুকুরখনন, খালখনন ও কূপখনন এবং খানকা ও দরবার শরীফ ইত্যাদি পরিচালিত হচ্ছে, যা মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
৩. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দ্বারা শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করা হয়। যেমন– স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ইত্যাদি পরিচালনা, ছাত্রবৃত্তি প্রদানও এর অন্তর্ভুক্ত।
৪. আশ্রয়দান এর ক্ষেত্রে সরাইখানা, লঙ্গরখানা প্রভৃতি স্থাপন ও পরিচালনা এবং গরীব ও দুস্থদের আশ্রয় ও সহায়তা প্রদান হয় ওয়াক্‌ফ এর মাধ্যমে।
৫. বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির মধ্যে সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা, ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল, আনজুমান মফিদুল ইসলাম, হামদর্দ দাওয়াখানা প্রভৃতির অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর অনেক দেশে সরকারি কার্যক্রমের সহায়ক হিসেবে ওয়াক্‌ফ প্রথা সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি দ্বারা বহু জনহিতকর কার্য সমাধান করা হয়েছে এবং ফলাফল জনগণ অদ্যাবধি ভোগ করছেন। সুতরাং বলা যায়, দরিদ্র ও অনুন্নত দেশে সরকারি কার্যক্রমের পাশাপশি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ওয়াক্‌ফ এর গুরুত্ব অনেক। আমাদের দেশে হাজী মুহম্মদ মুহসীন, নওয়াব ফয়জুন্নেসা প্রভৃতি জনদরদি তাঁদের সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে গেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন :

১। ওয়াক্‌ফ এর শাব্দিক অর্থ কী?

ক) ঘর খ) আগার
গ) মাল ঘ) আটক

২। যখন কোনো ধর্মীয় কাজে কোনো মুসলমান তার সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেন তখন তাকে কী বলে?
ক) ওয়াক্‌ফ-ই-খাইরী খ) সদ্‌কা
গ) ওয়াক্‌ফ-ই-আহলী ঘ) ওয়াক্‌ফ-ই-লিল্লাহ

৩। ওয়াক্‌ফ কত ধরনের?
ক) দুই খ) তিন
গ) চার ঘ) পাঁচ

পাঠ-৫.৯ ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এতিমখানা (Orphanage as a Traditional Social Welfare Institution)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.৯.১ এতিমখানার ধারণা দিতে পারবেন।
৫.৯.২ এতিমখানার কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে পারবেন।
৫.৯.৩ এতিমখানার গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

৫.৯.১ এতিমখানা কী?

এতিমখানা ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এটি মূলত শিশুকল্যাণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান। দানশীলতার অব্যবহিত পরে এতিমখানার উদ্ভব ঘটে প্রাচীনকালে। এতিম, অনাথ ও পরিত্যক্ত শিশুদের পরিচর্যা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণের এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে আসছে এতিমখানা।

সাধারণত এতিম বলতে আমরা পিতৃ-মাতৃহীন শিশু বা উভয়ের একজন নেই এমন শিশুদের বুঝে থাকি। আর এতিমখানা বলতে যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত এতিম, দুঃস্থ, অসহায়, অনাথ শিশুদের লালন-পালন, ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় তাকেই বুঝায়। সাধারণত পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের এখানে রাখা হয় এবং আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত ভরণ-পোষণ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত এতিমখানাকে শিশুসদন বা শিশুপরিবার বলা হয়। বাংলাদেশে ১৯৪৩ সালে সরকার ৪টি এতিমখানা চালু করেন। দানশীল ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এতিমখানা স্থাপন করে। বর্তমানে সমাজসেবা অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত এতিমখানার সংখ্যা হচ্ছে ১৮০০ এর অধিক।

৫.৯.২ এতিমখানার কার্যক্রম

এতিমখানা ও শিশুসদনের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :
ক. শিশুদের পরিচর্যা, ভরণ-পোষন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
খ. প্রয়োজনীয় মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ;
গ. পারিবারিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান;
ঘ. সামাজিকীকরণ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা;
ঙ. চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে মানবিক বিকাশ সাধন;
চ. বিভিন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা;
ছ. চিকিৎসা প্রদান ও স্বাভাবিক পরিবেশে বসবাসের সুযোগ করে দেয়া; ও
জ. সমাজে পুনর্বাসিত করার পাশাপাশি মেয়েদের বিবাহ সম্পাদন করা।

৫.৯.৩ এতিমখানার গুরুত্ব

সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এতিমখানা প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান অদ্যবধি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন জনহিতকর ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এতিমদের সুরক্ষায় তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সরকারিভাবেও এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। মূলত ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই এসকল এতিমখানা পরিচালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ সরকার সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে এতিমখানার জন্য, যা সরকারি শিশুপরিবার নামে পরিচিত শিশু সুরক্ষা ও কল্যাণে কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। বাংলাদেশে সরকারি এতিমখানাগুলো শিশুপরিবার বা বেবিহোম নামে পরিচিত। এখানে একজন আপা ও একজন ভাইয়ার সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে ২০-২৫ জন এতিম পারিবারিক পরিবেশে বড় হচ্ছে। এছাড়াও এতিমখানাগুলো বিভিন্ন বিদেশি সংস্থার সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে। যেমন– এসওএস শিশুপল্লী ঢাকার শ্যামলীতে রয়েছে। তাই বলা যায় যে, এতিম, অসহায়, দুঃস্থ ও পরিত্যক্ত শিশুর সুরক্ষা এবং কল্যাণে তাদের আবাসন ও লালন পালন, পারিবারিক স্নেহ, ভালোবাসা, শিক্ষা, মৌলিক চাহিদা পূরণ, সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ, নিরাপত্তা, স্বনির্ভরতা অর্জনসহ তাদের পূনর্বাসনের জন্য এতিমখানার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সারসংক্ষেপ

সনাতন সমাজকল্যাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো এতিমখানা। পিতৃহীন, পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের লালনপালন ও ভরণ-পোষণসহ তাদের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান ও সুষ্ঠু, যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাই হলো এতিমখানা। বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারিভাবে অসংখ্য এতিমখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কার্যপরিধির ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান থেকে এতিমখানার গুরুত্ব সর্বাধিক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোনটি শিশুকল্যাণে নিয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান?

ক) লঙ্গরখানা খ) সরাইখানা

গ) এতিমখানা ঘ) বায়তুলমাল

২। এতিমখানার উদ্দেশ্য হলো–

i. এতিম শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা

ii. শিশুদের নিরাপদ আশ্রয় ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা

iii. অনাথ শিশু-কিশোরদের সামাজিক পরিবেশে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সরাইখানার আধুনিক রূপ কোনটি?
ক) বিদ্যালয় খ) পর্যটন
গ) হোটেল ঘ) এতিমখানা

২। যাকাত শব্দের অর্থ কী?
ক) দান খ) পবিত্রতা
গ) সেবা ঘ) ন্যায়বিচার

৩। দেবোত্তরের আভিধানিক অর্থ–
i. মানুষের সম্পত্তি
ii. দেবতার সম্পত্তি
iii. ঈশ্বরের সম্পত্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। কোনটি বিশ্বের একমাত্র ধর্মীয় বাধ্যতামূলক কর?
ক) সদ্‌কা খ) যাকাত
গ) ওয়াক্‌ফ ঘ) খয়রাত

৫। সম্পত্তি দেবোত্তর করার উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত–
i. হাসপাতাল স্থাপনের জন্যে
ii. দরিদ্র ও ব্রাহ্মণ ভোজের জন্যে
iii. মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। বাংলাদেশে শিশুপালন প্রতিষ্ঠানগুলোকে আখ্যায়িত করা হয়–
i. বেবিহোম
ii. শিশু পরিবার
iii. শিশু সদন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল কোনটির সাথে তুলনীয়?
ক) বায়তুলমাল খ) ধর্মগোলা
গ) সদ্‌কা ঘ) যাকাত

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। দিলারা হোসেন অনেক সম্পত্তির মালিক। তিনি প্রতি বছর তার মোট সম্পত্তি হিসাব করে একটি নির্দিষ্ট অংশ মুসলিম দরিদ্র ব্যক্তিদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী দান করেন। এটি ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী তার একটি বাধ্যতামূলক কাজ।

ক) দেবোত্তর কত প্রকার? ১
খ) এতিমখানার ধারণা দিন। ২
গ) উদ্দীপকে দিলারা হোসেনের কাজে সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার কোন রূপ প্রকাশ পেয়েছে?– ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) সমাজকর্মে উক্ত ব্যবস্থার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। জনাব রেজওয়ানুল হক তাদের এলাকায় বড় রাস্তার পাশে একটি বড় বাড়ি নির্মাণ করেন। নিজের প্রয়োজনে তিনি এটি ব্যবহার করেন না। এই পথে চলাচলকারী পথিক মুসাফিরগণ এখানে বিনামূল্যে বিশ্রাম নিয়ে থাকেন। তাদের জন্য বিনামূল্যে খাবার ও ঔষুধ তিনি সরবরাহ করেন।

ক) ওয়াক্ফ কত প্রকার? ১
খ) সরাইখানার ধারণা দিন। ২
গ) উদ্দীপকে রেজওয়ানুল হক সমাজকল্যাণ ব্যবস্থায় কোন অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) সমাজকর্মে উক্ত ব্যবস্থা অনেক গুরুত্বপূর্ণ– বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩ : ১। গ ২। ক ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫ : ১। খ ২। ঘ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬ : ১। ঘ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৭ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৮ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৯ : **১। গ ২। ঘ**
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৫ : ১। গ ২। খ ৩। গ ৪। খ ৫। ঘ ৬। ঘ ৭। ক